মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত

সনাতনধর্মী সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) প্রচার কেন্দ্রের উদ্যোগে শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দিরে ১ জুলাই থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত ৮দিন ব্যাপী উল্টো রথযাত্রার প্রথম দিনে শুক্রবার বর্ণাঢ্য সাজে জগন্নাথদেব, শুভদ্রা ও বলরামের প্রতিকৃতিসহ মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে রথযাত্রা বের করা হয়। রথযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শ্রীশ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক ও পিপি পল্লব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ইসকন প্রচার কেন্দ্রের রথযাত্রা অন্যদের মধ্যে ইসকনের মেহেরপুর শাখার পরিচালক সুমহান মুকুন্দ ব্রহ্মচারী, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতী কুমার বিশ্বাস, ট্রাফিক সার্জেন্ট পবিত্র সরকার সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের শত শত ভক্ত রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

জীবননগরে ভৈরব নদীর পাড়ের মাটি লুট বন্ধে গ্রামবাসীর মানববন্ধন

জীবননগরে ভৈরব নদীর পাড়ের মাটি লুট বন্ধে মানববন্ধন করছেন কৃষকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার বেলা ৪টার দিকে উপজেলার বাঁকা জোড়া ব্রিজের মুখে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

নিতে দিব না । পাড় বাধার পর যে মাটি থাকবে সেই মাটি নিবে তাতে আমাদের কোন অভিযোগ নেই । কিন্তু পাড় বাধা শেষ না হতেই মাটি বিক্রি করবে এটা আমরা সহ্য করবো না।

ফাইজা টের্ড্রাসের মালিক মোঃ শামচুর হকের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি সরকারি ভাবে টাকা জমা দিয়ে মাটি নিচ্ছি আমার কাছে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার চালান আছে এবং ইউএনও সাহেবের অনুমতি পত্র আছে। আমার টাকা অনুপাতে আমাকে যেখান থেকে মাটি কাটার অনুমতি দিয়েছে আমি সেখান থেকে মাটি কাটছি। আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি কোন ঝামেলা করতে আসিনি আর আমি কাউকে হুমকি ধামকি প্রদান করিনি ।

এ বিষয়ে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আগে লোকজন চুরি করে মাটি বিক্রি করত। তখন কেউ অভিযোগ করত না। এখন সরকারিভাবে নিয়ম অনুযায়ী মাটি বিক্রি করা হচ্ছে। সরকারি রাজাস্বে অর্থ জমা হচ্ছে। এতে অনেকেই রাগানিত্ব হচ্ছে। কারণ তারা চুরি করে মাটি বিক্রি করতে পারছে না। সরকারি নিয়মনুযায়ী মাটি বিক্রি করা হয়েছে এবং নদীর পাড় বাধার অবশিষ্ঠ মাটি দেওয়া হয়েছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কৃষক হাফিজুল, আক্কাস, আকালে, নুরী, আলী কদর, মুবারেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন, শিক্ষক আবুল হাসেমসহ প্রায় দুইশতাধীক মানুষ এই মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন ।

চুয়াডাঙ্গার গহেরপুর-সড়াবাড়িয়া সড়কে গণডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৮

চুয়াডাঙ্গার গহেরপুর-সড়াবাড়িয়া সড়কে গণডাকাতির ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ শুক্রবার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮জনকে গ্রেফতার করেছে। দুপুরে ঘটনাস্থলের পাশের পাটক্ষেত থেকে গাছ কাটার একটি করাত উদ্ধার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার সড়াবাড়ীয়া-গহেরপুর সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টা থকে ৯টা ২০ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সড়ক আটকে তাণ্ডব চালায় ডাকাত সদস্যরা। এ সময় বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকে প্রায় ৩০ লাখ টাকা লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে এ ঘটনায় পুলিশ সন্দেহজনক ভাবে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে বলে নিশ্চিত করেছে দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির।

গ্রেফতারকৃতরা হলো, (১) বদর উদ্দিন পিতাঃ সামছদ্দিন, সাং গহেরপুর, (২) আব্দুস সাত্তার, পিতাঃঅজ্ঞাত, সাং বিত্তিরদাড়ি, (৩) বিল্লাহ হোসেন পিতাঃ আমির হোসেন সাং-বাটিকাডাঙ্গা, (৪) রফিকুল ইসলাম, পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং-গবরগাড়া,(৫) নাজমুল হোসেন পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং-সড়াবাড়ীয়া, সহ অজ্ঞাতনামা আরও তিনজন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে রাস্তায় বাবলা গাছ কেটে ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তার দুই প্রান্তে ডাকাত দলের ১৫-২০ সদস্য অবস্থান নেয়। সদস্যরা দেশীয় অস্ত্র রাম দা, ছুরি, চাইনিজ কুড়াল নিয়ে পথচারী ও বিভিন্ন যানবাহনের গতিরোধ করে ডাকাতি করে। এসময় নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার ডাকাতি করে ভুক্তভোগীদের অস্ত্রের ভয়ভীতি দেখিয়ে নির্বীঘ্নে পালিয়ে যায় ডাকাত সদস্যারা।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, আন্দুলবাড়ীয়া বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াহেদ মিয়ার কাছ থেকে নগদ ৯ লাখ টাকা লুট করা হয়েছে। এছাড়া ঝিনাইদহের পৌর এলাকার একদল তরুণ প্রাইভেট কারে ঘুরতে এসে ডাকাতির কবলে পড়ে। তারা আন্দুলবাড়ী থেকে বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকাসহ দু’টি স্বর্ণের চেইন, দু’টি লকেট, একটি ব্রেসলেট ও পাচঁটি আংটি লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতরা। রাস্তায় পথচারি, মটরসাইকেল আরোহী, পাখিভ্যান, ইজিবাইক, শিয়ালমারী হাট ফেরত গরু ব্যাপারিদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও প্রাইভেট কারের যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় মোট ৩০ লাখ টাকা ডাকাতি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক ও দর্শনা থানার ওসি লুৎফুল কবির। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক জানান, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ডাকাত সদস্যদের ধরতে ইতিমধ্যে পুলিশের একাধিক ইউনিট মাঠে নেমেছে। দ্রুতই তাদরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে। এ গণডাকাতির ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম

লুৎফুল কবির দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান এ ঘটনায় দিনভর অভিযান চালিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৮ জন কে গ্রেফতার করেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গাংনীতে মাটি বহনকারি ট্রাক্টরের ধাক্কায় ইউপি সদস্য আহত

মেহেরপুরের গাংনীর নওপাড়া বাজারে ইঁটভাটায় মাটি বহনকারি ট্রাক্টরের ধাক্কায় নজরুল ইসলাম (৫০) নামের এক ইউপি সদস্য আহত হয়েছেন। আহত নজরুল ইসলাম ভাটপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য।

শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নজরুল ইসলাম বর্তমানে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানায়, বেলা ১১ টার দিকে নজরুল ইসলাম মোটরসাইকেল যোগে কুলবাড়িয়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। নওপাড়া বাজারে পৌছানো মাত্রই মাটি ভর্তি একটি ট্রাক্টর তাকে পিছন থেকে ধাকা দেয়।

এসময় মোটরসাইকেলসহ নজরুল ইসলাম রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তার অবস্থা আশংকা জনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন জরুরী বিভাগের চিকিৎসক।

স্থানীয়রা আরো জানায় মাটিবহনকারি ট্রাক্টরটি বেশ কয়েকদিন যাবত কুলবাড়িয়ার মা ইট ভাটায় মাটি বহন করছেন। লাইসেন্স বিহীন অদক্ষ চালক দিয়ে ভাটা মালিক ইট ও মাটি বহন করায় এলাকার মানুষ চরম আতংকের মধ্যে রয়েছে।

অবাধে অবৈধ ট্রলি ও ট্রাক্টরের দাপটে অতিষ্ট এলাকাবাসী ও পথচারিরা। কোন প্রকার পদক্ষেপ না নেয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় পড়ে হতাহত হচ্ছে মানুষ। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,

দুর্ঘটনার বিষয়ে শুনেছি। আমার থানায় অভিযোগ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দেশেও এখন উন্নত মানের পণ্য তৈরী হচ্ছে, রপ্তানী হচ্ছে বিদেশে —চিত্রনায়ক আমিন খান

বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ও মার্সেল কোম্পানীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর আমিন খান বলেছেন, ব্যবসায়ীরা অনেক সময় নন ব্রান্ডের নকল পণ্য বিদেশী পণ্য বলে বিক্রি করে থাকেন ক্রেতাদের কাছে।আমাদের দেশের সহজ সরল মানুষ নন ব্র্যান্ডের নকল পণ্যকে বিদেশী পণ্য ভেবে কিনে প্রতারিত হচ্ছেন।শুধু তারা প্রতারিতই হচ্ছেন না। এই দেশের টাকাগুলোও বিদেশে চলে যাচ্ছে।দেশের টাকা দেশে থাকছেনা। আমাদের দেশেও এখন অনেক উন্নত মানের পণ্য তৈরী হচ্ছে। যা বিশ্বের ৪৬ টি দেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। দেশী পণ্য বেশী বেশী করে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে দেশের টাকা দেশেই থাকবে। দেশের অর্থনীতি আরও বেশী সমৃদ্ধশালী হবে, দেশ আরও এগিয়ে যাবে। আমরা দেশীয় তৈরী পণ্য বেশী বেশী কিনলে সেই লাভের টাকায় দেশে তৈরী হবে নতুন নতুন কোম্পানী। যেখানে আমার ভাই, বোন, সন্তান ও আত্মীয় স্বজনের কর্মসংস্থান হবে। এদেশ থেকে তখন আর বিদেশে চাকুরীর জন্য যেতে হবেনা। সেখানে গিয়ে লেবার খাটতে হবেনা। আমাদের অর্থনীতি মজবুত হলে তখন বিদেশীরাও আমাদের সম্মান করবে।

তিনি বলেন আমাদের দেশে নিজের টাকায় আজ পদ্মাসেতু তৈরী হয়েছে। এখন সারা পৃথিবীর মানুষ বলছেন বাংলাদেশও এখন পারে।তারাও এগিয়ে যাচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী শাখায় তাজ ইলেক্ট্রনিক্স (মার্সেল শোরুম) থেকে ফ্রিজ কিনে ঈদ অফারের পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাহক মোছাঃ সাগরিকা বেগমের হাতে ১০ লক্ষ্য টাকার চেক তুলে

দেওয়ার প্রাক্কালে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় মার্সেল কোম্পানীর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. শাখাওয়াত হোসেন, সিনিয়র ডিরেক্টর আরিফুল আম্বিয়া, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, তাজ এন্টারপ্রাইজের স্বতাধীকারী আমিরুল ইসলাম ও জিয়াদুল ইসলাম লিজন, মার্সেলের এরিয়া সেলস ম্যানেজার মো: শামীম উপস্থিত ছিলেন।

বামন্দী বাজার কমিটির সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের সৌদি প্রবাসি সাজ্জাদ হোসেন মার্সেলের বামন্দী শোরুম তাজ এন্টার প্রাইজ থেকে ৩৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি ২৫২ লিটারের একটি ফ্রীজ কিনে ১০ লক্ষ টাকা পুরুস্কার পান। প্রবাসী সাজ্জাদ হোসেনের মা মোছাঃ সাগরিকা বেগম ও স্ত্রী রেবেকা খাতুন আজ শুক্রবার (১ জুলাই) দুপুরে বামন্দী শাখায় মার্সেল কোম্পানির এম্বাসেডর নায়ক আমিন খান সাগরিকার হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

মেহেরপুরে হাত পা ও মুখ বাঁধায় অবস্থায় নির্মান শ্রমিক উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া বিলের পাড়ের একটি ঘর থেকে মুখ, হাত ও পা বাঁধা কর্দমাক্ত অবস্থায় নাহিদ হোসেন (২৪) নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

নাহিদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

সে বর্তমানে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে হাত, পা ও মুখে টেপ মারা এবং শরীরের সমস্ত জায়গায় কর্দমাক্ত অবস্থায় তেরঘরিয়া বিল পড়ে একটি ঘে

রর ভিতর পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাতে মেহেরপু র-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছায়। কে বা কি কারনে থাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল সেটিও রহস্যজনক।

নাম প্রকাশ করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, নাহিদ হোসেন একজন মাদকাসক্ত। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে এলাকায় ছোট খাটো চুরির অভিযোগ রয়েছে। নারী ঘটিত কারনে এ ঘটনা ঘটেছে বলেও গুঞ্জন উঠেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)জুলফিকার আলী বলেন, স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। তবে, নাহিদ পুলিশের কাছে একেকবার একেক কথা বলেছেন। তার বিষয়টিও রহস্যজনক। প্রকৃত বিষটি তদন্ত শেষে বলা যাবে।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে ৩ টি গরু চুরি

দুটি গরু হারিয়ে ভ্যান চালক আকছেদ আলী এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেক কষ্টে দুটি গরু কিনে প্রায় ১ বছর পালন করে এবারের কুরবানীর ঈদের বাজারে বিক্রি করার কথা তার। গরু দুটি কিনতে বাড়িতে কয়েকজন ব্যাপারিও এসেছিলেন। দামে পড়তা না হওয়ায় স্থানীয় হাটে তোলার কথা ছিল গরু দুটি। তার আগেই চোরের দল ভ্যান চালক আকছেদ আলীর সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় চোরের দল গোয়াল ঘরের বেড়া কেটে চুরি করে নিয়ে গেছে গরু দুটি। একই সময়ে প্রতিবেশী আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে।

আকছেদ আলী জানান, আমি গরীব মানুষ। অনেক কষ্ট করে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গরু দুটি কিনেছিলাম। এবারের কোরবানীর হাটে বিক্রি করার কথা ছিল। কিন্তু গতরাতে চোরের দল গরু দুটি চুরি করে নিয়ে গেছে। একই পাড়ার আব্দুর রশিদেরও একটি গরু চুরি হয়েছে।

গরু তিনটির আনুমানিক মূল্য প্রায় তিন লাখ টাকা বলে জানান গরুর

মালিক আকছেদ আলী ও আব্দুর রশিদ। গরু তিনটি বিভিন্ন স্থানে খোঁজা খুজি করা হচ্ছে বলে জানান গরুর মালিকরা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গরু চুরির বিষয় এখনও কেও জানায়নি। তবে বিষয়টি এখন আমিও খোঁজ খবর নেবো।

বন্যার্তদের সহযোগিতায় লাখ টাকা দিলো মেহেরপুরের শিক্ষার্থীরা

বন্যার্তদের সহযোগিতার মেহেরপুরের একঝাঁক শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের হাতে ১ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জুন) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান এ টাকা গ্রহণ করেন।

মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর সরকারী কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থীরা মিলে বন্যার্তদের পাশে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের সহপাঠি ও স্বজনদের কাছ থেকে ২/১শ করে টাকা নিয়ে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে।

সরাসরি বন্যার্তদের মাঝে এই টাকা পৌছে দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সামনে পরীক্ষার কারণে বানভাসী মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠছে না এসকল শিক্ষার্থীদের। তাই বন্যার্তদের সহযোগিতার জন্য সংগ্রহীত ১ লক্ষ টাকা মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের হাতে তুলে দেয় শিক্ষার্থীরা।

এবিষয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের মোঃ রলিপ হাসান জানান, মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, মেহেরপুর সরকারী কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৫ জন বন্ধু বান্ধবি মিলে সিদ্ধান্ত নিই বন্যার্তদের পাশে দাড়ানোর জন্য।

আমরা নিজেরা সহ আমাদের সহপাঠি ও স্বজনদের কাছ থেকে ২/১শ করে টাকা নিয়ে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করি। সামনে আমাদের পরীক্ষা তাই আমাদের পক্ষে বানভাসী মানুষের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠছেনা। একারনে আমরা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে বন্যার্তদের জন্য সংগ্রহীত টাকা তুলে দিলাম।

জেলা প্রশাসকের পরামর্শে বন্যার্তদের সহযোগীতায় নগদ এক লক্ষ টাকা সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের ইমাজেন্সি রিলিফ একাউন্টে (নং- ৫৯১০২০০০০৩২৮০) জমা করে দিয়েছি। এর পর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খানের কাছে ব্যাংক জমার রশিদ নিয়ে গেলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশে সংবাদ সম্মেলন

মিথ্যা, ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আলমডাঙ্গা থানাপাড়ার ব্যবসায়ী নাহিদ হাসান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

পঠিত লিখিত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নাহিদ হাসানের বাবা আলহাজ্ব মুসা হক শহরের বিশিষ্ট ঠিকাদার ও ইটভাটা মালিক। তাছাড়া, তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবেও পরিচিত। জমি নিয়ে মুসা হকের সাথে আলমডাঙ্গার শ্যামপুরের ওল্টুর বিরোধ চলছে।

এরই প্রেক্ষিতে শ্যামপুরের সোহেল রানা যিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত খবর বাংলাদেশ নামে এক পত্রিকায় কর্মরত দাবি করে মোবাইলফোনে অর্থ দাবি করেন।

দাবিকৃত অর্থ দিতে অপরাগতা স্বীকার করলে তিনি আমার আব্বার বিরুদ্ধে পত্রিকায় নিউজ করার হুমকি দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার

প্রকাশিত পত্রিকায় তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমার আব্বাকে জড়িয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে খবর বাংলাদেশ পত্রিকার শেষ পাতায় সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ছবি তুলে তা আবার আমার ইমো-তে পাঠিয়েছেন।

আমার আব্বা শহরের বিশিষ্ট ঠিকাদার ও ইটভাটা ব্যবসায়ী হিসেবে সুপরিচিত। তিনি শহরে ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত। তা সত্বেও তিনি সংবাদপত্রে আমার আব্বাকে ভূমিদস্যু ও ডাকাত সর্দ্দার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফলে আব্বাসহ আমাদের পুরো পরিবার সমাজে মারাত্মকভাবে হেয়, ক্ষতিগ্রস্ত ও অসন্মানিত হয়েছি।

এ ধরণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যাচারসর্বস্ব সংবাদ প্রকাশ শুধু সংবাদপত্রের নীতি বহির্ভূতই না, প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই ঘটনায় আদালতের দারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এব্যাপারে জঘন্য মিথ্যাচারসর্বস্ব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ পরিবেশনের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন থেকে দুরে রাখতে পিতা মাতাকে সচেতন হতে হবে

শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন থেকে দুরে রাখতে পিতা মাতাকে সচেতন হতে হবে। এছাড়া ছেলে মেয়েরা ঠিকমত লেখা পড়া করছে কিনা সেটাও খোঁজ খবর নিতে হবে।

ছেলে মেয়েরা তাদের পরিবারের কাছ থেকেই প্রখম নৈতিকতার শিক্ষা পেয়ে থাকে। তাই নৈতিক শিক্ষা দিতে শিক্ষকদের পাশাপাশি পিতা মাতাকেও অগ্রনী ভূমিক পালন করতে হবে। বাল্য বিবাহ রোধে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিধপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক

সমাবেশের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন আলোচকরা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে সুবিধপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ আভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম।

অভিভাবক সমাবেশে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুল ইসলাম। সহকারী শিক্ষক আব্দুল হাই এর উপস্থাপনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আতিকুর রহমান, ফরিদা ইয়াসমীন, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নজরুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, অভিভাবক রুপালী খাতুন প্রমুখ।